

শিক্ষক-কর্মচারীদের হামলায় ৫ ছাত্র আহত দিনাজপুর পলিটেকনিকে আন্দোলন ধর্মঘট সকল ছাত্র-ছাত্রীকে হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ

দিনাজপুর অফিস : ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালের অপসারণ, প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনে বিশৃঙ্খলা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হারানি বন্ধের দাবীতে দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলনে নেমেছে। গতকাল (সোমবার) সকালে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীরা প্রিন্সিপালের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে

অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছে। এর আগে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্ধনসহ মধ্যপর্বের পরীক্ষাসমূহ বর্জন করার ঘোষণা দিয়েছে। কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ ঘোষণা না করলেও গতকাল দুপুর ২টার মধ্যে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে। অপরদিকে ছাত্র-ছাত্রীরা এক সাংবাদিক

দিনাজপুর পলিটেকনিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর
সংগঠনে অভিযোগ করেছে। বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় অস্তিত্ব ৫ জন শিক্ষকের নেতৃত্বে কর্মচারীরা লাঠি-সেঁটা নিয়ে হামলা চালালে ৫ জন ছাত্র আহত হয়েছে। কলেজ ও আশপাশ এলাকায় এখন বম্বধমে অবস্থা বিরাজ করছে। অপর একটি সূত্র জানিয়েছে ও ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগে জানা গেছে ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল আলহাজ সদরুল আমিন দীর্ঘদিন যাবত দুর্নীতি, প্রশাসনিক, একাডেমিক বিশৃঙ্খলা ও ছাত্র-ছাত্রীদের হারানি করে আসছেন। ইতোমধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা এসব অপকর্মের প্রতিবাদ জানিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালের অপসারণ দাবী করে হোলা প্রশাসককে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। কিন্তু কোন কাজ না হওয়ায় তারা আন্দোলনে যায়। গত শনিবার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয়ার ঘোষণা ক্লাস ও মধ্যপর্বের পরীক্ষা বর্জন করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এরই অংশ হিসেবে গতকাল (সোমবার) তারা প্রিন্সিপালের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পুরো পলিশের সহযোগিতায় তালা খুলে দেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় কলেজ কর্তৃপক্ষ হোস্টেল বন্ধ ঘোষণা করেন। হোস্টেল বন্ধ করলেও ক্লাস অব্যাহত থাকায় বিভিন্ন এলাকা থেকে পড়তে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা চরম বেকায়দায় পড়েছে। অপর একটি সূত্রমতে, আন্দোলনের সাথে গৃহিণীরা ছাত্র-ছাত্রী জড়িত এবং এর সাথে জনৈক শিক্ষক সরাসরি জড়িত। কেননা এই শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত ডাইন প্রিন্সিপালের কক্ষে অফিস করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রীদের পেলিয়ে দিয়েছেন। তবে ঘটনা যাই হোক কলেজের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে এবং যে কোন মুহূর্তে কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে।